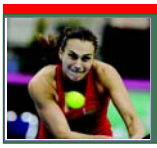

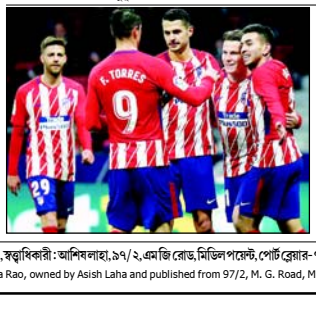

হোবার্ট ডাব্লুটিএ
ইভেন্টে সুয়াই
ঝ্যাংকে ৭-৬
(৭-৩), ৬-৪ সেটে
হারালেন আরিনা
সাবালেঙ্কা।

মাঠে - ময়দানে

হোবার্ট ডাব্লুটিএ
ইভেন্টে ভারভারা
লেপচেঙ্কোকে
৬-৪, ৬-২ সেটে
হারালেন মনিকা
নিকুলেস্কু।

আক্রমণাত্মক গোয়ার বিরুদ্ধে স্ট্র্যাটেজি বদলাবে না ডিফেন্সিভ জামশেদপুর এফসি

গোয়ার বিরুদ্ধে নামার আগে বেশ চিন্তায় জামশেদপুরের কোচ স্টিভ কোপেল।

মারগাঁও, ১০ জানুয়ারি: দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘরানার দলের লড়াই। একটি দল সবচেয়ে বেশি গোল করেছে, আর একটি দল খেয়েছে সবচেয়ে কম গোল। চতুর্থ ইন্ডিয়ান সুপার লিগ যখন মাঝপথে, এফসি গোয়ার সামনে এবার জামশেদপুর এফসি।

এফসি গোয়া গোল করেছে ম্যাচ প্রতি ২.৫। মোট ৮ ম্যাচে ২০ গোল। কিন্তু সমসংখ্যক ম্যাচে মাত্র চার গোল খেয়েছে জামশেদপুর। জামশেদপুরের কোচ স্টিভ কোপেল যেমন বলেছেন, কাগজে কলমে লড়াই আসলে এক দলের আক্রমণের বিরুদ্ধে অন্য দলের রক্ষণের। 'বেশ উত্তেজক ম্যাচ হবে। আমাদের রক্ষণের বড় পরীক্ষা সেই দলের আক্রমণের বিরুদ্ধে, এখনও পর্যন্ত যারা সবচেয়ে আক্রমণাত্মক এবং স্বচ্ছন্দ্য। প্রায় ইচ্ছেমতো গোল করেছে যাদের বিরুদ্ধেই খেলেছে। তাই আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ ওদের গোল করা থামানো। তবে আমরা শুধুই ওদের আটকানোর জন্যই এত দূর আসিনি। ওদের রক্ষণের দুর্বলতাগুলো দেখিয়ে দিয়ে তা আমাদের কাজে লাগাতেও আগ্রহী' বলেছেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের প্রাক্তন ফুটবলার।

মনে হতেই পারে, জামশেদপুর শুধুই নিজেদের অর্ধে সীমাবদ্ধ থাকবে। কোপেল কিন্তু পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে, আকর্ষণীয় ব্র্যান্ডের ফুটবল খেলার দিকেই নজর তাদের। 'আমাদের লক্ষ্য কখনও আরও একটা গোলশূন্য ম্যাচ খেলা বা কোনওরকমে ১-০ জয় পাওয়া নয়। আমরাও আকর্ষণীয় ফুটবল খেলতে চাই' বলেছেন তিনি। শেষ ম্যাচে মুম্বই সিটি এফসি'র বিরুদ্ধে দু গোল খাওয়ার পর তাঁর রক্ষণ এবার যেন আর গোল না খায়, তাও নিশ্চিত করতে চাইছেন তিনি। 'আনাস বেশ কয়েকদিন পর মাঠে নেমেছিল। তা ছাড়াও আমাদের মাঠে খেলাও তত সহজ নয়। তাই ভাবতে বাধ্য হয়েছিলাম, চোট সারিয়ে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই ওকে নামানো হবে কিনা। রক্ষণে বোঝাপড়ার সামান্য হলেও অভাব ছিল, যে জায়গাটায় উন্নতি করতে চাই আমরা' বলেছেন কোপেল।

গোয়া অবশ্য শেষ তিনটি ম্যাচে জিততে পারেনি যা অপ্রত্যাশিত, অবশ্যই মনে করা হচ্ছে নিয়মিত ফুটবলার বদলানোর কারণেই হয়েছে এমন। কোচ সের্গিও লোবেরা অবশ্য বলেছেন যে, নিজেদের স্বার্থে প্রথম এগারোয় বদল আনার চেয়েও বেশি জরুরি ছিল ফলের দিকে না তাকিয়ে ফুটবলারদের দিকে তাকানো। চার দিনে দু'টি ম্যাচ খেলতে হয়েছিল তাদের, যে কারণে হাত বাঁধা ছিল লোবেরার। তিনি অবশ্য আরও জানিয়েছেন যে, আই লিগ চ্যাম্পিয়ন আইজল এফসি থেকে ফ্রি ট্রান্সফারের মাধ্যমে তারা লালমুয়ানকিমাকে পেলেও এই ম্যাচে খেলার অবস্থায় নেই তিনি। তবে কোচ নিশ্চিতভাবেই জানিয়েছেন, তাঁর দল নিজেদের পছন্দমাফিক ফুটবলই খেলবে।

বিপক্ষ দল তাদের খেলা ধরে ফেলেছে, এ ব্যাপারেও তারা বিশেষ চিন্তান্বিত নন। 'চতুর্থ আইএসএলে এখন পর্যন্ত প্রতিটি ম্যাচই দেখেছি। মনে হয় না যে, অন্য দলগুলো আমাদের বিরুদ্ধে অন্যরকম খেলছে। পরের কয়েকটা ম্যাচই বলে দেবে, আমরা প্লে-অফে যাওয়ার যোগ্য কি না। বৃহস্পতিবারের ম্যাচেও আমাদের সেরা খেলাটাই খেলতে হবে এমন একটা দলের বিরুদ্ধে যারা পাঁচটা ম্যাচে ক্লিনশিট রেখেছে এবং মাত্র চারটি গোল খেয়েছে' বলেছেন গোয়ার কোচ।

মিনার্ভার কাছে পরাজয় বাগানের, জোড়া গোল 'রোনাল্ডো' চেনচোর

মোহনবাগান : ১ (কিংসলে ৯৩)
মিনার্ভা পাঞ্জাব : ২ (চেনচো ২৩, ৩০)

স্টাফ রিপোর্টার: পুরনো রোগে আক্রান্ত হয়ে ফের ম্যাচ হার ল মোহনবাগান। স্ট্রাইকারদের ব্যর্থতার জেরে মিনার্ভা পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ সুযোগ নষ্ট করার খেসারত দিয়ে ২-১ গোলে হারল তারা।

তিনটে ম্যাচে ড্র। তারপর চেন্নাই সিটি এফসি'র কাছে ২-১ গোলে পরাজয়। সেই পরাজয়ের জেরে মোহনবাগানের প্রাক্তন কোচ সঞ্জয় সেনের পদত্যাগ। বিগত কয়েকদিনে একের পর এক ঘটনার সাক্ষী থেকেছে মোহনবাগান সমর্থকেরা। তারপর গত ম্যাচে আইজল এফসিকে ২-০ গোলে পরাস্ত করেছে বাগান শিবির। শঙ্করলাল চক্রবর্তীর কোচিংয়ে খানিকটা হলেও আশার আলো দেখতে পেয়েছিল মোহনবাগান শিবির। কিন্তু আজ ফের পরাজয়ের অন্ধকারে ডুবে গেল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। মিনার্ভা পাঞ্জাব এফসির কাছে ২-১ গোলে হেরে গেল মোহনবাগান। মিনার্ভার হয়ে জোড়া গোল করেন চেনচো। অতিরিক্ত সময়ে মোহনবাগানের একমাত্র গোলটি করেন কিংসলে।

ব্যবধান যদি বাড়াত, তাহলেও কিছু বলার ছিল না। সবুজ-মেরুন ব্রিগেডের বিরুদ্ধে সত্যিই দুর্দান্ত ফুটবল উপহার দিল মিনার্ভা। কেন তারা আই লিগের শীর্ষে, বুঝিয়ে দিল। ২৩ মিনিটে এগিয়ে যায় মিনার্ভা। বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ের দুরন্ত শটে গোল করেন চেনচো গেল্টশেন। মিনিট তিনেক পরেই ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি। ৩০ মিনিটে অবশ্য তিনিই ২-০ করেন।

প্রথমার্ধেই ব্যবধান কমানোর সুযোগ পেয়েছিল মোহনবাগান। একের বিরুদ্ধে এক পরিস্থিতিতে ডিপান্ডাকে বক্সের মধ্যে ফাউল করেন মিনার্ভা গোলকিপার ডাগার। রেফারি পেনাল্টির নির্দেশ দেন। আনসুমানা ক্রোমার দুর্বল শট আটকে দেন মিনার্ভা গোলকিপার। প্রথমার্ধের শেষ দিকে মিনার্ভার উইলিয়ামস সহজ সুযোগ নষ্ট না করলে ব্যবধান বাড়ত।

দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য কিছুটা গোছানো ফুটবল খেলল মোহনবাগান। শেষদিকে নিশ্চিত সুযোগ বাইরে মেরে নষ্ট করলেন ওয়াটসন। ম্যাচের ইনজুরি সময়ে বাঁ পায়ের দুরন্ত শটে ব্যবধান কমান কিংসলে। মিনার্ভার কাছে হারের ফলে দ্বিতীয় স্থানে ওঠা হল না মোহনবাগানের। ৯ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানেই থাকতে হল। অন্যদিকে, ৮ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট পেয়ে ইস্টবেঙ্গলকে টপকে শীর্ষে চলে গেল মিনার্ভা।

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল যুবরাজ সিং

চণ্ডীগড়, ১০ জানুয়ারি: ক্রিকেট বিশ্বে এমন অনেক খেলোয়াড় রয়েছেন, যাদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ খেলতে হয়েছে। সেই তালিকায় যুবরাজ সিং অন্যতম একটা নাম। ২০০০ সালে শ্রীলঙ্কা আয়োজিত অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে তিনি ভারতীয় ক্রিকেট দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। গোটা টুর্নামেন্টে তিনি ১১টি উইকেট শিকার করেন এবং ২ টি হাফ সেঞ্চুরি করেন। মহম্মদ কাইফের নেতৃত্বে ভারত ফাইনাল ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জয় করে।

১৩ জানুয়ারি থেকে নিউজিল্যান্ডে শুরু হয়েছে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ। ভারতীয় ক্রিকেট দলের এই অলরাউন্ডার স্মৃতি রোমন্থন করে বললেন, 'অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের স্মৃতি আমার কাছে এখনও মধুর। আমরা বিশ্বকাপ জিতেছিলাম। আমাকে টুর্নামেন্টের সেরা নির্বাচন করা হয়েছিল। এই স্বীকৃতি আমাকে আগামীদিনে ভারতীয় ক্রিকেট দলে ঢোকার রাস্তা প্রশস্ত করেছিল। এই টুর্নামেন্টটা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল।' ২০০০ সালে আইসিসি আয়োজিত এই বিশ্বকাপে যুবি দু'বার চারটে করে উইকেট নিয়েছিলেন। পাশাপাশি টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২৫ বলে ৫৮ রান করেছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার এই দলে ছিলেন মিশেল জনসন, শেন ওয়াটসনের মতো ক্রিকেটাররা।

অস্ট্রেলিয়ার আগে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জ্বলে উঠেছিলেন যুবরাজ। কিউয়ি দলের নেতৃত্বের ভার পড়েছিল জেমস ফ্র্যাঙ্কলিনের উপরে। এছাড়া দলে ছিলেন ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম এবং নাথান ম্যাককুলামের মতো ক্রিকেটাররা। কলম্বোয় আয়োজিত গ্রুপ স্টেজের এই ম্যাচে যুবরাজ ৬২ বলে ৬৮ রান করেছিলেন। তাঁর এই ইনিংস এক ডজন বাউন্ডারি দিয়ে সাজানো ছিল। পাশাপাশি এই ম্যাচে তিনি চারটে উইকেটও সংগ্রহ করেন।

শঙ্করলালের কোচিংয়েই ফের স্বমহিমায় ডিকা

স্টাফ রিপোর্টার: এবার মরশুমের শুরুতে ডিপান্ডা ডিকাকে লাজং এফসি থেকে তুলে নিয়ে দলবদলের আসরে চমক দেখিয়েছিলেন মোহনবাগান কর্তারা। গতবার লাজং এফসি'র হয়ে ১২টি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি। এবার মোহনবাগান জার্সি গায়ে খেলতে নেমে কলকাতা লিগেও সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার পান তিনি। কলকাতা লিগে শঙ্করলাল চক্রবর্তীর কোচিংয়ে দুরন্ত ফর্মে থাকলেও আই লিগে সঞ্জয় সেনের কোচিংয়ে একেবারের ফর্মে ছিলেন না তিনি। এমনকী কোচ সঞ্জয়ের সঙ্গে বেশ কয়েকবার বিতর্কেও জড়িয়ে পড়েছিলেন ডিপান্ডা। শেষ পর্যন্ত ফের আই লিগে শঙ্করলালের কোচিংয়ে গোলের সরণিতে ফিরলেন গতবারের সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার পাওয়া স্ট্রাইকারটি। আইজল এফসি ম্যাচে গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন ডিকা। তাঁর গোলে জয়ের রাস্তায় ফিরতেই বাগান কোচ শঙ্করলালের মতো সমর্থকদের মুখেও হাসি ফুটেছে। আট ম্যাচে পাঁচটি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার দৌড়ে রয়েছেন ইস্টবেঙ্গলের জাপানি মিডফিল্ডার কাটসুমি ও চেন্নাই সিটি এফসি'র বিদেশি স্ট্রাইকার মিচেল জোয়াকিম। এখন দেখার বাগানের নতুন হেড কোচ শঙ্করলালের কোচিংয়ে ডিকা ফের আই লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার পান কি না।

দেশকে বিরল সম্মান এনে দিলেন স্কিয়ার আঁচল

এরজুরুম, ১০ জানুয়ারি: বিরল কৃতিত্বের অধিকারী হলেন আঁচল ঠাকুর। তুরস্কের এরজুরুমে তিনি এমন কাণ্ড ঘটালেন, যা এর আগে কোনও ভারতীয় করে দেখাতে পারেননি। স্কিয়িংয়ে দেশকে প্রথম আন্তর্জাতিক পদক এনে দিলেন মানালির ২১ বছরের তরুণী। সেদিক থেকে ইতিহাসে চিরস্থায়ী জায়গা করে নিলেন তিনি।

পালাডোকেন স্কি সেন্টারে আন্তর্জাতিক স্কি ফেডারেশন আয়োজিত কভাটেড আলপাইন এজার ৩২০০ কাপের স্লালোম রেস বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক জেতেন আঁচল। স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রথমবার সাফল্য পাওয়া আঁচলকে উচ্ছ্বসিত দেখায়। ব্রোঞ্জ জয়ের পর তিনি বলেন, 'মাসের পর মাস কঠোর অনুশীলনের ফল পেলাম অবশেষে। ইভেন্টের শুরুটা মন্দ হয়নি আমার। আগাগোড়া লিড বজায় রাখাই আমার লক্ষ্য ছিল। শেষমেশ তৃতীয় স্থানে শেষ করতে পেরে দারুণ লাগছে।' ইভেন্টের শেষ হওয়ার ঠিক পরেই আঁচল ট্যুইটারে খুশির খবর দেন ভারতীয় ক্রীড়ামহলকে। দেশকে স্কিয়িংয়ে সাফল্য এনে দেওয়ার জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। তিনি ট্যুইটারে শুভেচ্ছা জানালেন আঁচলকে। তিনি বলেন, 'স্কিয়িংয়ে আন্তর্জাতিক পদক এনে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। টার্কিতে তোমার এই সাফল্যে গোটা দেশ গর্বিত। আগামী দিনগুলোর জন্য শুভেচ্ছা।' পদক গলায় ঝোলানোর ঐতিহাসিক মুহূর্তের ছবি পোস্ট করে আঁচল লেখেন, 'শেষমেশ অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটল। আমার প্রথম আন্তর্জাতিক পদক। ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনাল স্কি রেসে। শেষে তুরস্ক আমাকে খুশি উপহার দিল।'

আঁচলের বাব ভারতের উইন্টার গেমস ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারি রোশন ঠাকুর বলেন, 'হোয়াটসঅ্যাপে কল করে আঁচল আমাকে পদকটা দেখায়। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম প্রতিটা এফআইএস ইভেন্টের শেষে যে স্মারক দেওয়া হয়, এটা হয়ত সেরকমই কিছু। পরে ও বলে এটা ওর জেতা ব্রোঞ্জ পদক। ভারতের উইন্টার গেমসের জন্য এই পদকটাকে ব্রেক থ্রু বলা যেতে পারে। এটার খুব দরকার ছিল। দেশের স্কি-মহল নিশ্চিত গর্বিত হবে আঁচলের সাফল্যে।'

জয়ী অ্যাটলেটিকো

মাদ্রিদ, ১০ জানুয়ারি: কোপা ডেল রে'র শেষ আটে পৌঁছে গেল অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। ঘরের মাঠে দ্বিতীয় পর্বের খেলায় লেইডাকে ৩-০ গোলে হারাল তারা। মাদ্রিদের দলটির হয়ে গোলগুলি করেন ইয়ানিক কারাস্কো, কেভিন গামেইরো ও ভিটোলো। প্রথম পর্বের ম্যাচে লেইডাকে ৪-০ গোলে হারিয়েছিল অ্যাটলেটিকো। সব মিলিয়ে ৭-০ গোলে জিতল তারা।

আয়ারল্যান্ড সফরে বিরাটরা

মুম্বই, ১০ জানুয়ারি: ইংল্যান্ড সফরের আগে আয়ারল্যান্ডে দুটি টি-২০ ম্যাচের সংক্ষিপ্ত সিরিজ খেলবে টিম ইন্ডিয়া। ২৭ ও ২৯ জুন ডাবলিনে অনুষ্ঠিত হবে ম্যাচ দুটি। ভারত শেষবার আয়ারল্যান্ড সফরে গিয়েছিল ২০০৭ সালে। সেবার বেলফাস্টে একটিমাত্র একদিনের ম্যাচ খেলেছিল ভারতীয় দল। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ডাকওয়ার্থ লুইস নিয়মে ভারত ৯ উইকেটে জয় তুলে নিয়েছিল। টি-২০ ক্রিকেটে এ পর্যন্ত একেবার মাত্র মুখোমুখি লড়াইয়ে নেমেছে দু'দল। নটিংহ্যামে ২০০৯ টি-২০ বিশ্বকাপের ম্যাচে ভারত ৮ উইকেটে পরাজিত করেছিল আইরিশদের।

একই সঙ্গে বিসিসিআইয়ের তরফে ভারতীয় মহিলা দলের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের সূচি প্রকাশ করা হয়। ঘোষিত হয় দলও। আইসিসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্গত তিনটি একদিনের ম্যাচের সিরিজ শেষে প্রোটিয়া সফরে পাঁচটি টি-২০ ম্যাচও খেলবে ভারতের মেয়েরা। টি-২০ সিরিজের জন্য বল বেছে নেওয়া হবে পরে। ২ ফেব্রুয়ারি ব্লুমফন্টনে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন মিতালিরা। ৫ ও ৭ ফেব্রুয়ারি দুটি ওয়ান ডে খেলা হবে কিম্বারলিতে। ১০ ফেব্রুয়ারি পোচেস্ট্রুমে খেলা হবে সিরিজের শেষ ওয়ান ডে ম্যাচে।

ভারতীয় মহিলা দল : মিতালি রাজ (অধিনায়ক), হরমনপ্রীত কাউর, সুষমা ভার্মা, একতা বিস্ত, স্মৃতি মান্ধানা, পুনম যাদব, পুনম রাউত, রাজেশ্বরী গায়কোয়াড়, জেমাইমা রড্রিগেজ, ঝুলন গোস্বামী, দীপ্তি শর্মা, শিখা পাণ্ডে, মোনা মেশ্রাম, পূজা বস্ত্রকার, ভেদা কৃষ্ণমূর্তি ও তানিয়া ভাটিয়া।

বাগান ছেড়ে কাটসুমি এখন মশাল জ্বালাচ্ছেন ইস্টবেঙ্গলে

স্টাফ রিপোর্টার: জাপানি ফুটবলারের পরিবর্তে জাপানি ফুটবলার। হ্যাঁ এরকমই ঘটনা ঘটেছে এবার মোহনবাগানে। চলতি মরশুমে গতবারের অধিনায়ক জাপানি ফুটবলার কাটসুমিকে সরিয়ে দিয়ে বাগান কর্তারা সই করিয়েছেন জাপানি মিডফিল্ডার ইউটাকে। চার বছর খেলার পর এবার ইস্টবেঙ্গলের মাঝমাঠের অন্যতম কান্ডারি হলেন কাটসুমি। লাল-হলুদের মশাল জ্বালিয়ে কাটসুমি আই লিগে খেতাব দৌড়ে আপাতত দলকে রেখেছেন শীর্ষে। ইস্টবেঙ্গলকে শীর্ষে রাখার পাশাপাশি কাটসুমি নিজে করেছেন পাঁচটি গোল। ডিপান্ডা ডিকা, মিচেল জোয়াকিমের সঙ্গে সর্বোচ্চ গোলদাতার দৌড়ে রয়েছেন কাটসুমি। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে কাটসুমি যখন প্রায় প্রতি ম্যাচে ভরসা জোগাচ্ছেন, সেখানে বাগানে ফুল ফোটাতে ব্যর্থ জাপামি মিডফিল্ডার ইউটা। প্রথম ম্যাচে না খেললেও চোট সারিয়ে দ্বিতীয় ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে নজরকাড়া ফুটবল খেলেছেন ইউটা। ডার্বি ম্যাচে তাঁর পারফরম্যান্স দেখে আশায় বুক বেঁধেছিলেন মোহনবাগান সমর্থকরা। কিন্তু বিধি বাম। লাজং এফসি ম্যাচে চোট পেয়ে আপাতত দু'মাস মাঠের বাইরে মোহনবাগানের মাঝমাঠের জেনারেল ইউটা। চোট সারাতে আপাতত তিনি দেশে ফিরে গিয়েছেন। কবে ফিরবেন তা অবশ্য জানেন না মোহন কর্তারা। তাই সবুজ-মেরুন শিবিরের কর্তারা রয়েছেন ধোঁয়াশায়। ইতিমধ্যে বাগান কর্তারা ইউটার বিকল্প খোঁজা শুরু করে দিয়েছেন। ভাল মানের এশিয়ান কোটায় ফুটবলার পেলেই ইউটাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। ইউটার পরিবর্তে মোহনবাগান কর্তাদের নজরে রয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়ান মিডফিল্ডার ডু ডং। বছর দুয়েক লাল-হলুদ জার্সি গায়ে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করার কৃতিত্ব রয়েছে তাঁর। তবে ডং এর ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছে পুরনো দল ইস্টবেঙ্গলও। এখন দেখার ইউটার পরিবর্তে আই লিগের ফিরতি পর্বে মোহনবাগানে নতুন কোনও বিদেশি ফুটবলার মাঠে নামে কি না।

এশিয়া কাপের আগে বিদেশে নজর ছেত্রীর

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি: এএফসি এশিয়া কাপের আগে বিদেশের মাটিতে আরও বেশি ম্যাচ খেলতে চান ভারত অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী। শুধু দেশের বাইরে খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করাই নয়, সুনীল প্রতিপক্ষ হিসাবে চাইছেন নিজেদের থেকে এগিয়ে থাকার দেশগুলিকে।

বেঙ্গালুরু এফসি'র হয়ে আইএসএল খেলতে ব্যস্ত ছেত্রী আরও মনে করেন যে, ভারতীয় ফুটবলারদের উচিত নিজেদের খেলার মান নতুন উচ্চতায় তুলে নিয়ে যাওয়া, যাতে ফুটবলার বাছতে বসা কোচের প্রধান মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়ায়। সুনীল বলেন, 'দেশের বাইরে আমাদের যথেষ্ট সংখ্যায় ম্যাচ খেলা দরকার। সচরাচর ঘরের মাঠে আমরা ভাল ফুটবল খেলি। তবে বিদেশের মাঠে আমাদের রেকর্ড ভাল নয়। আমাদের উচিত এএফসি র‍্যাঙ্কিংয়ের ৮-১৬ নম্বরে থাকা দেশগুলির সঙ্গে ম্যাচ খেলা। দক্ষিণ কোরিয়া, জাপানোর মতো দলগুলোর সঙ্গে খেলা কঠিন। কারণ ওরা আমাদের সঙ্গে খেলতে চায় না। প্রতিপক্ষ হিসাবে ওদের না পেলেও নিজেদের থেকে এগিয়ে থাকা দেশগুলিতে গিয়ে তাদের সঙ্গে ম্যাচ খেলতে হবে আমাদের।'

সুনীল এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই দিকটায় ফেডারেশনকে নজর দিতে হবে। পরক্ষণে একজন ফুটবলারের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি জানান, 'খেলোয়াড় হিসাবে প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের মানের উন্নতিতে মনোনিবেশ করতে হবে। মনে রাখা উচিত, জাতীয় দলে জায়গা করে নেওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা দিন দিন বাড়ছে। এই দিকটা মাথায় রেখে প্রত্যেককেই নিজেদের অপরিহার্য করে তুলতে হবে যাতে কম্বিনেশন বাছার সময় কোচের মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়ায়।'

সিডনিতে ম্যাচ জিতেও টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহার মুগুরুজার

সিডনি, ১০ জানুয়ারি: ম্যাচ জিতেও মুখে হাসি নেই। সেমিফাইনালে যাওয়ার বদলে টুর্নামেন্ট থেকেই নাম প্রত্যাহার করে নিতে হল শেষ পর্যন্ত। চোটের জন্য এমনই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হল ডাব্লুটিএ র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থাকা গার্বিন মুগুরুজাকে। সিডনি ইন্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় রাউন্ডে কিকি বার্টেন্সকে হারালেও এই টুর্নামেন্টে আর খেলতে পারবেন না এই স্প্যানিশ সুন্দরী।

চোটের জন্য গত মরশুমের শেষটা ভাল হয়নি মুগুরুজার। এবার শুরুতেই ব্রিসবেন ইন্টারন্যাশনালেও মাঝপথে থামতে বাধ্য হয়েছেন পায়ে টান লাগায়। দ্বিতীয় রাউন্ডে কিকিকে ৬-৩, ৭-৬ (৮-৬) সেটে হারান এই টুর্নামেন্টে শীর্ষবাছাই মুগুরুজা। এরপর সেমিফাইনালে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল দারিয়া গাভ্রিলোভা। কিন্তু দারিয়ার বিরুদ্ধে খেলার মাঝপথেই টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়ান মুগুরুজা।

এক বিবৃতিতে তিনি জানিয়েছেন, 'আমি ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁদের পরামর্শ মতো এই টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিচ্ছি।' সমর্থকদের ধন্যবাদও জানিয়েছেন তিনি।

প্রকাশকএবংমুদ্রকটিদুর্গা রাও, স্বত্বাধিকারী : আশিষলাহা, ৯৭/২, এম জি রোড, মিডিল পয়েন্ট, পোর্ট ব্লেয়ার- ৭৪৪ ১০১ থেকেপ্রকাশিতএবংইকো প্রিন্টিং প্রেস, ডলিগঞ্জ, পোর্ট ব্লেয়ার- ৭৪৪ ১০৩ থেকেমুদ্রিত, সম্পাদক : আশিস্‌লাহা*(পিআরবিআইনঅনুযায়ীপ্রকাশিতসমস্তসংবাদেরজন্যদায়বদ্ধ)।
Printed and published by T Durga Rao, owned by Asish Laha and published from 97/2, M. G. Road, Middle Point, Port Blair-744 101 & printed at Echo Printing Press, Dollygunj, Port Blair-744 103. Editor : Asish Laha*(*responsible for selection of news under the PRB Act).